নন্দিনী কে? তার বর্ণনা দাও, কুলগুরু বশিষ্ঠ দিলীপকে কীভাবে নন্দিনীর সেবা করার উপদেশ দেন।

⇒

নন্দিনী ছিল দেবগাভী সুরভির কন্যা এবং মহর্ষি বশিষ্ঠের হোমধেনু। এই ধেনুর দুগ্ধ দ্বারাই ঘৃতাদি প্রস্তুত করে মহর্ষি যজ্ঞ করতেন।

নন্দিনী ছিল নবপল্লবের মত স্নিগ্ধ ও পাটলবর্ণা, তার ললাটে ঈষৎ বক্র শ্বেত রোমরাজি থাকায় মনে হত নবোদিত চন্দ্রকলাকে যেন মস্তকে ধারণ করেছে।

মহর্ষি বশিষ্ঠ দিলীপের সঙ্গে নন্দিনীর বিষয়ে কথোপকথন কালে নন্দিনী বনান্তর থেকে আশ্রমে সমাগত হওয়ায়, মহারাজ প্রার্থিতের শুভ লক্ষণ বলে মনে করেছিলেন। সুরভির প্রতি অন্যায় আচরণের পাপ থেকে মুক্তির জন্য তারই কন্যা নন্দিনীকে সেবা করার বিধান দিয়েছিলেন বশিষ্ঠ। অভ্যাস দ্বারা যেভাবে বিদ্যাকে আয়ত্ত করতে হয়, সেই ভাবেই ফলমূলাদি আহার করে ব্রহ্মচর্য পালনের দ্বারা এবং সর্বদা অনুগমনের দ্বারাই নন্দিনীকে প্রসন্ন করতে বলেন ঋষি। তিনি আদেশ দেন যে, নন্দিনী প্রস্থান করলে রাজাও প্রস্থান করবেন, তিনি অবস্থান করলে রাজাও অবস্থান করবেন, তিনি জলপান করলে রাজাও জলপান করবেন। কেবল মহারাজই নন; তাঁর পত্নী সুদক্ষিণাও পবিত্র ও ভক্তিমতী হয়ে প্রত্যেক দিন তাঁর অর্চনা করবেন এবং তপোবনের সীমা পর্যন্ত তাঁকে অনুসরণ করবেন। এই ভাবে রাজা ও মহিষীর তদ্গতচিত্তের সেবার দ্বারা নন্দিনী প্রসন্ন হলে, তবেই পুত্রলাভের পথে অন্তরায় দূরীভূত হবে।

— ০ —

Scanned by CamScanner